প্রেস রিলিজ
তারিখ: ২৪ নভেম্বর ২০২৬

বাউবিতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সেমিনার: মানদণ্ড, প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) 'বিএসি অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড, প্রক্রিয়া ও প্রোগ্রামের প্রস্তুতি' বিষয়ক পরিচিতি ও জ্ঞান বিনিময় বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ ২৪ নভেম্বর ২০২৬ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বাউবির কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স সেল (আইকিউএসি) এ সেমিনারের আয়োজন করে।
সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (বিএসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আখতার হোসেন খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, "উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শুধু শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান নয়; বরং জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা। অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।
তিনি আরও বলেন, OBE পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ও কোর্স লার্নিং আউটকামের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট তৈরি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক সংরক্ষণ জরুরি।
উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাউবিকে শিক্ষাসামগ্রী, ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থী সহায়তা সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। অ্যাক্রেডিটেশন শুধু IQAC বা বিভাগীয় প্রধানদের দায়িত্ব নয়; এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এ ক্ষেত্রে বাউবিকে প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তিনি অ্যাক্রেডিটেশনকে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে না দেখে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও ধারাবাহিক উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানান"।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য শুধু শিক্ষার্থীসংখ্যা বা অবকাঠামো দিয়ে পরিমাপ করা যায় না; বরং শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবদান রাখার সক্ষমতা তৈরিই উচ্চশিক্ষার প্রকৃত সাফল্য। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী কর্মজীবী ও পেশাজীবী হওয়ায় তাঁদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ ধারাকে আরও শক্তিশালী করতে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণার মানোন্নয়নে প্রশাসন, শিক্ষক, ডিন, আইকিউএসি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সঙ্গে নিবিড় প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক

গড়ে তুলে একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি"।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, অধ্যাপক ড. মোঃ শাহ আমরান ও অধ্যাপক ড. মোঃ ওয়াকিলুর রহমান। বাউবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারের সঞ্চালনা করেন আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহির রায়হান। সেমিনারে বিএসির অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন অর্জনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। সেমিনারে বাউবির বিভিন্ন স্কুলের ডিন, শিক্ষক ও বিভাগের পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মো: খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)